প্রতিবেদনযোগ্য

ভারতের সুপ্রিম কোর্টে

দেওয়ানি আপিলের এখতিয়ার

2019 সালের সিভিল আবেদন নং 8455

(2017 সালের এসএলপি (সি) এর উত্থাপন নং 20452

মঞ্জু পুরী

আবেদনকারী

বনাম

রাজীব সিং হ্যান্সপাল ও অন্যান্য ।

..... প্রতিবাদী

বিচার

অশোক ভূষণ, জে।

1. এই আপিলটি কলিকাতা হাইকোর্টের 13.04.2017 তারিখের বিভাগীয় বেঞ্চ রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে,24.08.2015 তারিখের বিজ্ঞ একক বিচারকের রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে আপীলকারীর দায়েরকৃত আপীল খারিজ করে 04.06.1982 তারিখের একজন সুরজন সিং রনধাওয়ার উইলের বিষয়ে আপীলকারীর দ্বারা প্রবেট প্রত্যাহার করার জন্য দায়ের করা আবেদনটি খারিজ করে দেওয়া।

2. এই আপিলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সংক্ষিপ্ত তথ্যগুলি লক্ষ্য করা দরকারঃ

এক, সুরজন সিং রান্ধাওয়া স্থাবর সম্পত্তি কিনেছিলেন যা পরবর্তীতে 5/1A বেলভেদেরার রোড, কলকাতা বাচিত্তর সিং রন্ধাওয়া এবং তার নিজ নিজ স্ত্রী শ্রীমতি হারনাম কৌর রন্ধাওয়া এবং শ্রীমতি সেলিয়া মেরি রন্ধাওয়া-এর ভাইয়ের নাম ছিল।সুরজন সিং রানধাওয়ার দুটি কন্যা ছিল, যথা, শ্রীমতি জিয়ান হ্যান্সপাল এবং শ্রীমতি বীণা কুমারী মেহরা।15. 06. 1961-এ, সুরজন সিং রানধাওয়া উপরের স্থাবর সম্পত্তি তাঁর বড় মেয়ে শ্রীমতীর জ্ঞান হ্যানপাল কাছে উইল কার্যকর করেছিলেন।সুরজন সিং রানধাওয়া 28.11.1962 এ মারা যান।25.03.1964 তারিখের শ্রীমতি হরনাম কৌর রণধাওয়া দ্বারা নিবন্ধিত উপহারের দলিল কার্যকর করা হয়েছিল শ্রীমতীর জ্ঞান হ্যান্সপালের পক্ষে 27.05.1982 তারিখে উল্লিখিত সম্পত্তি কোলকাতা 5/1 সি বেলভেদার রোড সম্পর্কিত ।প্রয়াত সুরজন সিং রানধাওয়ার ভাই বাচিত্তর সিং রানধাওয়া 15.06.1961 তারিখের উইলের বিষয়ে প্রবেট মঞ্জুর চেয়ে কলিকাতা হাইকোর্টে একটি প্রবেট আবেদন করেছিলেন।প্রোবেট আবেদনের পাশাপাশি তিনটি অ আপত্তিকর শংসাপত্র সংযুক্ত করা হয়েছিল যেগুলি হলো শ্রীমতী জ্ঞান হ্যান্সপালের, শ্রীমতি হরনাম কৌর রণধাওয়া এবং শ্রীমতি বীণা কুমারী মেহরা এর শংসাপত্র।কলিকাতা হাইকোর্ট 04.06.1982 তারিখের আদেশের মাধ্যমে আবেদনটির অনুমতি দেয় এবং বাচিত্তর সিং রানধাওয়ার পক্ষে প্রবেট মঞ্জুর করে।

3. এপ্রিল, 1984 সালে, শ্রীমতি বীণা কুমারী মেহরা শ্রীমতীর জ্ঞান হ্যান্সপালের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন কোলকাতা 5/1 সি

বেলভেদার রোড প্রাঙ্গণ সহ সম্পত্তি বিভাজনের জন্য।মামলাতে শ্রীমতি জ্ঞান হ্যান্সপালের প্রতিবাদী হিসাবে কার্যকর করা হয়েছিল।এই মামলাতে শ্রীমতি বীণা কুমারী মেহরা দাবি করেছিলেন যে বাদীর মা শ্রীমতীর হরনাম কৌর রণধাওয়ার মৃত্যুর পরে , তিনি এবং তার বোন শ্রীমতি জ্ঞান হ্যান্সপাল সহ সম্পত্তিতে ভাগ পাওয়ার অধিকারী হন।এই মামলায় লিখিত বিবৃতি দায়ের করে বাদীর দাবির বিরোধিতা করছেন শ্রীমতি জ্ঞান হ্যান্সপাল ।এটা লিখিত বিবৃতিতে অনুরোধ করা হয়েছিল যে শ্রীমতি হরনাম কৌর রণধাওয়া 25.03.1964 তারিখে নিবন্ধিত গিফট ডিডের মাধ্যমে কোলকাতা 5/1 সি বেলভেদার রোড প্রাঙ্গণটি উপহার দিয়েছেন, মামলাটি সময়মতো নিষিদ্ধ বলে দাবি করা হয়েছিল।শ্রীমতী জ্ঞান হ্যান্সপাল 24.02.1988 তে মামলাটির চলাকালীন মারা যান এবং তার উত্তরাধিকারীদের নিহিত করা হয়েছিল।

4. ডাঃ হরভজন সিং হ্যান্সপাল, যিনি 1984 সালের T.S.No- 611 হিসাবে মামলাটিতে প্রতিস্থাপিত হয়েছিলেন, 25.03.1964 তারিখের নিবন্ধিত উপহারের দলিলের ভিত্তিতে দাবির পুনরাবৃত্তি করে একটি লিখিত বিবৃতি দায়ের করেছিলেন।আরও অনুরোধ করা হয়েছিল যে বাদীর পক্ষে কমপক্ষে 29.08.1984 সাল থেকে উইল সম্পর্কে নোটিশ এবং জ্ঞান ছিল যখন লিখিত বক্তব্যের অনুলিপি বাদীকে দেওয়া হয়েছিল।শ্রীমতি বীণা কুমারী মেহরা 05.05.2008 এ মারা গেছেন।

5. শ্রীমতি বিনা কুমারীর দায়ের করা মামলা টি পরিচালনা না করার কারণে মামলাটি বরখাস্ত হয় এবং মামলা পুনরুদ্ধারের আবেদনও ব্যর্থ হয়।28. 06. 2010 এ, শ্রীমতী জ্ঞান সিং এর পুত্র রাজীব সিং হান্সপাল এবং প্রয়াত ডাঃ হরভজন সিং হান্সপাল ও আরও দু 'জনের সাথে কোলকাতা 5/1 সি বেলভেদার রোড স্থিত প্রাঙ্গনটি রুংটা মাইনস লিমিটেড কে বিক্রি করেছিলেন।

6. আপিলকারী সম্পত্তির হস্তান্ত্তকরণ দলিল সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন এবং সম্পত্তির হস্তান্ত্তকরণ দলিলের মাধ্যমে 05.06.1982 তারিখের প্রবেটটির সম্মন্দে জানতে পেরেছিলেন।আপিলকারী, শ্রীমতী বীণা কুমারী মেহরার কন্যা, 05.06.1982 এ প্রদত্ত প্রবেট প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করেছিলেন যার নাম্বার হল 2011 সালের G.A. No 2441 , প্রতিবাদী নং 1,2 এবং 3 কে জ্ঞান হান্সপালের আইনী উত্তরাধিকারী হিসাবে কার্যকর করেছেন, উত্তরদাতা নং 4 বিতর্কিত প্রাঙ্গণ টি সম্পত্তির হস্তান্ত্তকরণ দলিলের মাধ্যমে ক্রেতা এবং উত্তরদাতা নং 5 এবং 6 কে পারফরম্যান্স প্রতিবাদী হিসেবে কার্যকর করা হয়েছিল।আপিলকারী ভাইদের প্রফর্মার উত্তরদাতা হিসাবে কার্যকর করা হয়েছিল।এই আবেদনে আপিলকারীর ক্ষেত্রে হল যে সম্পত্তির হস্তান্ত্তকরণ বিষয়টি জানার পরে তিনি 19.05.2011 তারিখে 1982 সালের P.L.A. No.- 90 এর প্রোবেট আবেদনটি পরিদর্শন করেছিলেন এবং জানতে পেরেছিলেন যে আপিলকারী মা, প্রয়াত শ্রীমতি বীণা কুমারী মেহরার কোনও অনাপত্তিকর শংসাপত্র ভিত্তিতে প্রবেট মঞ্জুর

করা হয়েছিল।আপিলকারীর মামলাটি ছিল যে মৃত ব্যক্তির আইনী উত্তরাধিকারী সুরজন সিং রানধাওয়া যিনি আপিলকারীর মা তাকে কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই মিথ্যা প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে প্রোবেট গ্রহণ করা হয়েছিল।আরও অনুরোধ করা হয়েছিল যে আপিলকারীর মাযের অনাপত্তি শংসাপত্রের স্বাক্ষর জাল স্বাক্ষর ছিল কারণ আপিলকারীর মা বিনা মেহরা হিসাবে স্বাক্ষর করেছেন বলে দেখাযাচ্ছে, যেখানে তিনি বীণা কুমারী মেহরা হিসাবে স্বাক্ষর করতেন যা তার পাসপোর্ট, উইল এবং তার প্যান কার্ডের স্বাক্ষর থেকে প্রতীয়মান হয় ।আরও অনুরোধ করা হয়েছিল যে 15.06.1981 তারিখের পূর্বনির্ধারিত উইল আসল উইল ছিল না এবং তাঁর মৃত্যুর পরে মৃত ব্যক্তির আইনগত উত্তরাধিকারী হিসাবে মামলার সম্পত্তিতে তার মাকে তার আইনি অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য।প্রবেট প্রত্যাহারের জন্য আপিলকারীর আবেদনটি প্রতিবাদীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।24.08.2015 তারিখের আদেশের মাধ্যমে বিজ্ঞ একক বিচারক প্রোবেট প্রত্যাহারের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন।বিজ্ঞ একক বিচারক বলেছিলেন যে ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন,1925 এর আওতায় আপিলকারী কোনও উদ্‌ধৃতির অধিকারী নয়।আপিলকারীর মা উক্ত অনুদানের বিষয়ে সম্ভবত আপত্তি জানাতে পারতেন এমন সম্মতির জন্য একটি হলফনামা দায়ের করেছিলেন।বিজ্ঞ একক বিচারক আরও বলেছিলেন যে তদুপরি, সেখানে একটি আবেদন দাখিল করার অবর্ণনীয় বিলম্ব এবং অযৌক্তিক ।আপিলকারীর মা তার জীবনকালে অনুদানের বিষয়ে কখনও আপত্তি

করেননি।এই পর্যবেক্ষণগুলিতে আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

7. 24.08.2015 তারিখের বিজ্ঞ একক বিচারকের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলকারী বিভাগীয় বেঞ্চের কাছে আপিল দায়ের করেছিলেন এবং13.04.2017 তারিখের আদেশের মাধ্যমে বিভাগীয় বেঞ্চ কর্তৃক এই আপিলও খারিজ করা হয় বর্তমান আপিলের মধ্যে অভিযুক্তে। বিভাগীয় বেঞ্চ বলেছিল যে বিচারীয় আদালত বিষয়টি তার যথাযথ দৃষ্টিকোণে বিবেচনা করেছে বলে মনে হয় এবং প্রত্যাহারের আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বিচক্ষণতা বিকৃত বলে মনে হয় না।

8. আমরা শুনেছি শ্রী সিদ্ধার্থ লুথ্রা কে, যিনি বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবি, আপিলকারী পক্ষে উপস্থিত ছিলেন এবং শ্রী জয়ন্ত ভূষণের , যিনি বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবি, প্রতিবাদী নম্বর 1,2 এবং 3 এর জন্য উপস্থিত ছিলেন।আমরা শ্রী জিষ্ণু সাহাকেও শুনেছি, যিনি বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবি, প্রতিবাদী নম্বর 4 এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

9. শ্রী লুথ্রা যুক্তি দিয়েছিলেন যে সুরজন সিং রানধাওয়ারের আইনী উত্তরাধিকারী তার ছোট কন্যা এবং আপিলকারীর মা তাকে কোনও তলব জারি না করে 27.05.1982 এ আবেদন জমা দেওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে 04.06.1982 এ প্রবেট মঞ্জুর করা হয়েছিল।অনাপত্তি সনদ যেটি প্রোবেট আবেদনের সাথে যুক্ত করা ছিল সেটি নাকি বীনা কুমারীর স্বাক্ষরিত একটি জাল

অনাপত্তি সনদ ছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।আপিলের মা বীণা কুমারী, বীণা কুমারী মেহরা হিসাবে স্বাক্ষর করতেন।আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে 1984 সালের এপ্রিলে বীণা কুমারীর দ্বারা মামলাধীন সম্পত্তি টি বিভাজনের জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে শ্রীমতী জ্ঞান হন্সপাল কর্তৃক মামলার লিখিত বিবৃতি দায়ের করা হয়েছিল যেখানে 04.06.1982 তারিখের প্রবেটে কোনও উল্লেখ ছিল না।বিচারাধীন চত্বরের দাবিটি শ্রীমতি হরনাম কৌর রণধাওয়া কর্তৃক 25.03.1964 তারিখের উপহার দলিলের ভিত্তিতে কার্যকর করা ছিল যেটি শ্রীমতীর জ্ঞান হন্সপাল পক্ষে।এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে বীণা কুমারী প্রবেট কার্যক্রমে সম্মতি দিয়েছিলেন, যেখানে ভাগের জন্য তার মামলা দায়েরে করার কোনও প্রশ্নই আসে না।আপিলকারীর মা কর্তৃক বিভাজনের জন্য মামলা দায়েরের সত্যতা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে শংসাপত্র বা তিনি এ জাতীয় কোনও প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে আবেদনকারীর দ্বারা দায়ের করা আবেদনটি যিনি শ্রীমতীর বীণা কুমারী মেহরার কন্যা 233 এর আওতাধীন অনুদানের অধীনে সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করেছিলেন। অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রবেট ভিত্তি ছিল প্রতারণামূলক কার্যধারা যা হাইকোর্ট দ্বারা সরাইয়া রাখা উচিত ছিল।এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে প্রবেট অনুদানের জন্য আইনী উত্তরাধিকারীদের কাছে একটি শংসাপত্র জারি করা প্রয়োজন এবং বর্তমান ক্ষেত্রে পুরো কার্যধারাটিই বহাল রাখা উচিত বলে কোনও শংসাপত্র জারি করা হয়নি।

10. শ্রী সিদ্ধার্থ লুথ্রা কলিকাতা হাইকোর্টের (অরিজিনাল সাইড),1914(এরপরে হাইকোর্টের বিধি' হিসাবে পরিচিত) টেস্টামেন্টারি এবং অন্তঃসত্ত্বা এখতিয়ারের সাথে সম্পর্কিত, এর বিধিগুলির অধ্যায় XXXV উল্লেখ করেছেন।শ্রী লুথ্রা জমা দিয়েছেন যে বিধিগুলি শংসাপত্র জারি করার বিষয়ে বিবেচনা করে।

11. শ্রী জয়ন্ত ভূষণ, বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবি, প্রতিবাদী নম্বর 1,2 এবং 3 এর পক্ষে উপস্থিত হয়ে জমা দিয়েছেন যে প্রবেট অনুদানের জন্য শংসাপত্র জারি করা বাধ্যতামূলক নয়।তিনি নিবেদন করেছেন যে ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, 1925 এর 283 ধারায় 'মে' শব্দের ব্যবহার পরিষ্কারভাবে ইঙ্গিত দেয় যে উদ্‌ধৃতিটি জারি করা বা না করা জেলা বিচারকের বিবেচনার মধ্যে রয়েছে।কেবল শংসাপত্র জারি না করা কোনও অবৈধতার দিকে পরিচালিত করে না।কলিকাতা হাইকোর্টের (অরিজিনাল সাইড) 1914-এ 35 অধ্যায়ের 9 নং বিধি উল্লেখ করে, শ্রী জয়ন্ত ভূষণ পেশ করেছেন যে এই জাতীয় ব্যক্তি সম্মতির ইঙ্গিত না দিলে প্রশাসনের চিঠির জন্য প্রশংসাপত্র জারি করা বিবেচনা করা হয়, যা বিধি প্রবেট প্রদানের জন্যও প্রদান করে।তিনি উপস্থাপিত করেন যে শ্রীমতী বীণা কুমারী মেহরাও কোনও আপত্তি নেই যেমন কি কোনো উদ্‌ধৃতি প্রদানের কোনো উপলক্ষও ছিল না এবং উপরের প্রবেটে কোনও অবৈধতা পাওয়া যায়নি।

12. তিনি আরও জমা দিয়েছিলেন যে মৃতের ভাই বাচিত্তর সিং রানধাওয়া প্রোবেট কার্যক্রম শুরু করেছিলেন।তিনি আরও

নিবেদন করেছেন যে 1984 সালের এপ্রিলে দায়ের করা বিভাজনের মামলাটি নন-প্রসিকিউশনের জন্য খারিজ করা হয়েছিল এবং বিষয়টি শ্রীমতী বীণা কুমারী মেহরা দ্বারা আর পরিচালিত হয়নি, এটা স্পষ্ট যে তিনি আর কখনও এই বিষয়ে মামলা করতে চাননি।শ্রীমতীর বীণা কুমারী মেহরার মৃত্যুর পরে আবেদনকারীর পক্ষে 30 বছর অনুদান প্রাপ্তির পরে প্রবেট প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করা উন্মুক্ত নয়, যখন উভয়ই শ্রীমতি বীণা কুমারী মেহরা এবং শ্রীমতি জ্ঞান হ্যানসাল মারা গেছেন।তিনি আরও নিবেদন করেছেন যে বিভাজনের জন্য মামলা খারিজ করার পরিপ্রেক্ষিতে মামলা প্রাঙ্গনের দখলের জন্য কোনো দাবি নিষিদ্ধ করা হয় এবং বর্তমান মামলার তথ্যে অনুচ্ছেদ 136 এর অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে কোন দরকারী উদ্দেশ্য পরিবেশন করা হবে না।মায়ের মামলা বিভাজনের জন্য নন-প্রসিকিউশন এর জন্য বরখাস্ত করা হয়েছে, কন্যা দ্বারা মামলা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

13. 4 নং প্রতিবাদীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ কৌশলী নিবেদন করেছেন যে প্রতিবাদী নং 4 হল এক বিশ্বস্থ উত্সাহী ক্রেতা যিনি বিক্রেতাদের পক্ষে অনুমোদিত প্রোবেটের ভিত্তিতে সম্পত্তি কিনেছিলেন।তিনি নিবেদন করেছেন যে প্রতিবাদী নং 4 এর অধিকার রক্ষা করা দরকার এবং আপিলকারী ও প্রতিবাদী নং 1,2 এবং 3 এর মধ্যে লড়াইয়ের কারণে ইনি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারেন না।তিনি আরও নিবেদন করেছেন যে বিষয়টির যে কোনও

দৃষ্টিতে প্রবেট প্রত্যাহার সম্ভাব্যভাবে প্রতিবাদী নং 4 এর কোনও অধিকারকে প্রভাবিত করবে না।

14. অংশ কারীর পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী ও কিছু রায়কে উল্লেখ করেছে এবং তার উপর নির্ভর করেছে যা আমরা এরপরে লক্ষ্য করব।

15. আমরা অংশ কারীর পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলীর নিবেদনগুলি বিবেচনা করেছি এবং রেকর্ডে থাকা উপাদানটি ব্যবহার করেছি।

16. আপিলের মূল বিষয়টি বিবেচনা করা এবং তার জবাব দেওয়া দরকার হল যে আপিলকারী কর্তৃক দায়ের করা প্রোবেট প্রত্যাহারের আবেদনে পর্যাপ্ত ভিত্তি তৈরি করা হয়েছিল কিনা এবং হাইকোর্ট আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করার পাশাপাশি আপিল খারিজ করার ক্ষেত্রে ত্রুটি করেছে।

17. অংশ কারীর দের সম্পর্ক নিয়ে কোনও বিরোধ নেই।আপিলকারী শ্রীমতীর বীণা কুমারী মেহরার এক কন্যা যিনি সুরজন সিং রানধাওয়ার কনিষ্ঠ কন্যা ছিলেন, যার উইল হাইকোর্টের দ্বারা প্রবেট গ্রহণ করা হয়েছিল।প্রতিবাদী নম্বর 1,2 এবং 3 হলেন মৃত সুরজন সিং রানধাওয়ার বড় মেয়ের আইনী উত্তরাধিকারী, শ্রীমতি জ্ঞান হ্যানপাল।

18. প্রত্যাহারের জন্য আপিলকারীর দ্বারা দায়ের করা আবেদন প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ একক বিচারক এবং হাইকোর্ট উভয়ই পর্যবেক্ষণ করেছেন যে আবেদন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে অবিরাম বিলম্ব হয়েছে।উইলের প্রবেটটি 04.06.1982 এ মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং প্রবেট প্রত্যাহারের আবেদন আবেদনকারী

কর্তৃক হলফনামা দিয়ে দায়ের করা হয়েছিল 27.07.2011 তারিখে।হস্তান্তকরন দলিল থেকে তিনি দাবি করেছিলেন 1982 সালের পিএলএ নং 90 হওয়ার বিষয়টি জানতে পারেন যেখানে হাইকোর্ট 04.06.1982 এ উইলের প্রবেট মঞ্জুর করেছিলেন।আবেদনের অনুচ্ছেদে 15 তে প্রবেট কার্যধারার সম্পর্কে জানার বিশদ উল্লেখ করা হয়েছে যা পুনরুত্পাদন করার জন্য প্রাসঙ্গিকঃ

> "১৫. উক্ত তথ্যাদি জানার পরে আপনার আবেদনকারী রেকর্ডের উকিলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন উক্ত চুক্তিপত্র বাতিল করার জন্য উপযুক্ত আইনী কার্যক্রম শুরু করতে।তবে, তাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে আইনী কার্যক্রম শুরু করার আগে আবেদনকারীর মা উল্লিখিত প্রবেট মঞ্জুর করতে সম্মতি দিয়েছিলেন কিনা এবং মৃত ব্যক্তির উইলটি সত্যি ছিল কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য যে প্রক্রিয়ায় উল্লিখিত মৃত ব্যক্তির কথিত শেষ উইলের প্রবেট মঞ্জুর করা হয়েছিল তা পরিদর্শন করা প্রয়োজন ছিল।পরামর্শ অনুসারে আপনার আবেদনকারী কোলকাতা এসে 1982 সালের পিএলএ নং 90 এর রেকর্ডগুলি 19.5.2011 এ পরিদর্শন করেছেন।উল্লিখিত পিএলএর রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে এটি 27.5.1982 এ দায়ের করা হয়েছিল এবং একজন দিলীপ কুমার বসু যিনি চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিজ্ঞ উকিল হিসাবে অনুশীলন করছেন বলে জানিয়েছেন সনাক্তকরণের পরে আপনার আবেদনকারীর মায়ের কথিত অনাপত্তি শংসাপত্র যেটি 19.4.1982-এনোটারাইজ করা হয়েছিল, তিনি , আপনার আবেদনকারীর মা উক্ত উইলের

প্রবেট দেওয়ার বিষয়ে কোনও আপত্তি করেননি বলে দেখানোর জন্য দায়ের করা হয়েছিল।আপনার আবেদনকারী উক্ত অনাপত্তি শংসাপত্রটিও পরিদর্শন করেছেন যা আপনার আবেদনকারীর মা বীণা মেহরা' হিসাবে স্বাক্ষর করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।উল্লিখিত স্বাক্ষরটি আপনার আবেদনকারীর মায়ের নয়।আপনার আবেদনকারীর মা সর্বদা ' বীণা কুমারী মেহরা' হিসাবে স্বাক্ষর করেন।1982 সালের জুলাইয়ে জারি করা আপনার মায়ের প্যান কার্ড এবং পাসপোর্টের অনুলিপি উভয়ই তার আসল স্বাক্ষর বহন করে এবং সম্মিলিতভাবে সংযুক্তি 'ই' চিহ্নিত করা হয়েছে।5. 5. 2008 এ তার মৃত্যুর আগে আপনার আবেদনকারীর মা তার শেষ উইল 30 শে জুন 2005 তারিখে করেছিলেন যা নিবন্ধিত ছিল।উক্ত উইল তার আসল স্বাক্ষরও বহন করে।উল্লিখিত উইলের একটি অনুলিপি এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং সংযুক্তি 'ই' তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।যে হস্তাক্ষরের অধীনে 'বীণা মেহরা' শব্দটি লেখা হয়েছে তা আপনার আবেদনকারীর মায়ের নয়।উল্লিখিত পিএলএর রেকর্ড থেকে আরও দেখা যায় যে 1982 সালের এপ্রিল মাসে একই নোটারি দ্বারা নোটারাইজ করা হারনাম কৌর রনধাওয়া এবং জিয়ান হংসপালের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি জানানো হয়।।আপনার আবেদনকারীর উকিল উক্ত পিএলএতে আবেদনের একটি প্রত্যয়িত অনুলিপি পেয়েছেন, বলেছেন যার একটি অনুলিপি এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং সংযুক্তি 'এফ' চিহ্নিত করা হয়েছে।

19. আবেদনে বীনা কুমারী মেহরা কর্তৃক 1984 সালের দায়েরকৃত মামলার নং 61 আপীলকারীর বিবরণও উল্লেখ করা হয়েছে,

উল্লেখ করা হয়েছে যে মায়ের লিখিত বিবৃতিতে শ্রীমতি জিয়ান হংসপাল দাখিল করেছিলেনশ্রীমতী বীনা কুমারী মেহরা দ্বারা বিভাজনের জন্য মামলা দায়ের করা অস্বীকার করা হয় না বা শ্রীমতী গিয়ান হংসপালের লিখিত বিবৃতি দাখিলও অস্বীকার করা হয় না।1984 সালের স্যুট নং 611 এর প্ল্যান্টের অনুলিপি সংযুক্তি 'পি-4' হিসাবে রেকর্ডে আনা হয়েছে।এটি ইঙ্গিত করা হয় যে আপিলকারীর মা দাবি করেছেন যে 12.04.1982 এ তার মায়ের মৃত্যুর পরে তিনি এবং তার বড় বোন, বিবাদী নং 1 সম্পত্তির প্রতিটি 1/2 ভাগের পরিমাণে সহ-ভাগীদার হয়েছে।০৪. ০৬. ১৯৮২ তারিখের প্রবেটের কোনও রেফারেন্স ছিল না বা বিবাদী নং 1 শ্রীমতি গিয়ান হংসপালের দায়ের করা লিখিত বিবৃতিতে বীনা মেহরা কর্তৃক কোনো আপত্তি নেই, যদিও অনুচ্ছেদ 1-এ শ্রীমতী গিয়ান হংসপালের পক্ষে শ্রীমতী হরনাম কৌর রন্ধাওয়া কর্তৃক প্রদত্ত নিবন্ধিত উপহারের উল্লেখ রয়েছে যা নিম্নলিখিত প্রভাবে:

> "১. প্ল্যান্টের অনুচ্ছেদ ১ এর অভিযোগ সঠিক নয়।মিসেস হরনাম কৌর রণধাওয়া তার মৃত্যুর অনেক আগে 25.03.1960 তারিখের একটি নিবন্ধিত দলিলের দ্বারা বাড়ি এবং প্রাঙ্গণ নং 5/1 সি বেলভেদার রোড টি উপহার দিয়েছিলেন।তার পরে বিবাদী উক্ত প্রাঙ্গণের একমাত্র এবং পরম মালিক হয়েছে।বিবাদী 1964 সালের মার্চ থেকে আজ অবধি উল্লিখিত সম্পত্তির দখলে ছিল এবং শিরোনামের দাবিতে, মায়ের উত্তরাধিকারী হিসাবে বাদীর উত্তরাধিকারের দাবি আইন ও বাস্তবে প্রণয়নযোগ্য নয়। '

20. তবে 04.06.1982 তারিখের প্রোবেট সম্পর্কে পুরো লিখিত বিবৃতিতে কোনও উল্লেখ নেই।উপরোক্ত কার্যক্রমে করা আবেদনগুলি পরিষ্কারভাবে ইঙ্গিত দেয় যে 1984 সালে দায়ের করা লিখিত বিবৃতিতে শ্রীমতী জিয়ান হান্সপালের দ্বারা কোনও প্রোবেট কার্যধারার জ্ঞান ছিল না এমনকি প্রোবেট কার্যধারার দাবিও নেওয়া হয়নি।শ্রীমতী বীণা কুমারী মেহরার দ্বারা দায়ের করা মামলা 26.03.1986 এ ডিফল্টরূপে বরখাস্ত হয়েছিল এবং মামলাটি পুনরুদ্ধারের জন্য আবেদনও 19.08.2006 এ ডিফল্টর জন্য খারিজ করা হয়েছিল।শ্রীমতি বীণা কুমারী মেহরা 05.05.2008 এ মারা গেছেন।মামলাটি প্রত্যাহারের আবেদনে যখন আপিলকারী মামলা স্থির করহয় তখন তিনি 28.06.2010 তারিখে প্রতিবাদী নং 4 এর পক্ষেপ্রতিবাদী নং 1, 2 এবং 3 দ্বারা সম্পাদিত হস্তান্তকরন দলিলের মাধ্যমে প্রোবেট কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন এবং 19.05.2011 তারিখে 1982 সালের পিএলএ নং 90 এর রেকর্ডগুলি পরিদর্শন করে এবং তিনি প্রবেট কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পেরেছিল এবং তার মা শ্রীমতি বীণা কুমারী মেহরা কোনও আপত্তি করেননি বলে অভিযোগ করেছেন।।এই সত্যগুলিতে উল্লেখ না করে হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত না যে প্রত্যাহার আবেদন দাখিল করতে অযৌক্তিক বিলম্ব হচ্ছে।প্রতিবাদী নং 1, 2 এবং 3 দ্বারা রেকর্ডে এমন কিছু আনা হয়নি যা নির্দেশ করে যে আপীলকারী বা তার মায়ের কোনো পূর্ববর্তী তারিখে প্রোবেট কার্যধারা সম্পর্কে জ্ঞান ছিল বা হাইকোর্ট এমন কোনও অনুসন্ধান ফেরত দেয়নি যে

আপীলকারীর প্রোবেট কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞান ছিল এবং বিলম্বে একটি আবেদন দাখিল করার জন্য সে দোষী।কোলকাতা হাইকোর্টের এমন কোন খোঁজ না পাওয়ায় যে আপীলকারীর কোন পূর্ববর্তী সময়ে প্রোবেট কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞান ছিল, সেই পর্যবেক্ষণ যে আবেদনটি অত্যধিক বিলম্বের সাথে দাখিল করা হয়েছে এবং প্রত্যাখ্যান করার যোগ্য ছিল তা অনুমোদন করা যাবে না।

21. এইভাবে, আমরা মনে করি যে বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে 19.05.2011 তারিখে PLA রেকর্ড পরিদর্শন করার পরে প্রোবেট প্রত্যাহার করার জন্য আবেদন দাখিল করার ক্ষেত্রে আপীলকারীর উপর কোন বিলম্বের অভিযোগ করা যাবে না।তিনি অবিলম্বে জুলাই, 2011 সালে প্রোবেট প্রত্যাহার করার জন্য আবেদন করেছিলেন।হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ যে অত্যধিক বিলম্ব হয়েছে তা টেকসই নয়।

22. এখন, আমরা এই জমা দিতে এসেছি যে আইনী উত্তরাধিকারীর কাছে শংসাপত্র জারি করার বিষয়টি ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, 1925 এর পাশাপাশি হাইকোর্টের বিধি অনুসারে বিবেচনা করা হয়েছে কিনা।উত্তরাধিকার প্রত্যাহারের আইন অনুদানের তৃতীয় অধ্যায়।ধারা 263 পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত এবং নিম্নোক্ত প্রভাবের জন্য ন্যায়সঙ্গত কারণে প্রত্যাহার বা বাতিলকরণের ব্যবস্থা করে:

"263. **ন্যায্য কারণের জন্য প্রত্যাহার বা বাতিল।-প্রবেট অনুদান** বা প্রশাসনের চিঠি ন্যায়সঙ্গত কারণে প্রত্যাহার বা বাতিল করা যেতে পারে।

ব্যাখ্যা. -

উদাহরণ

(i).....

The grant was made without citing parties who ought to have been cited.

(iii) যে উইলের প্রোবেট গ্রহণ হয়েছিল তা জাল বা বাতিল করা হয়েছিল।

....."

23. উত্তরাধিকার আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে একটি শিরোনাম রয়েছে 'প্রবেট এবং লেটার অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মঞ্জুর এবং প্রত্যাহার করার অনুশীলন"।আইনের 268 অনুচ্ছেদে বিধান করা হয়েছে যে প্রবেট এবং প্রশাসনের চিঠি প্রদানের ক্ষেত্রে জেলা জজের আদালতের কার্যধারা, পরবর্তীতে অন্যথায় প্রদত্ত ব্যতীত; নিয়ন্ত্রিত করা হবে, মামলার অনুমতির পরিস্থিতিতে, দেওয়ানী কার্যবিধি, 1908 দ্বারা।
24. ধারা 2 276 প্রোবেটের জন্য আবেদনের বিষয়ে আলোচনা করে।ধারা 283 জেলা জজের ক্ষমতা নিয়ে কাজ করে।ধারা 283 নিম্নরূপঃ

283. **জেলা জজের ক্ষমতা।-(1) সকল ক্ষেত্রে** জেলা জজ বা জেলা প্রতিনিধি, যদি তিনি যথাযথ মনে করেন, -

(ক) শপথ গ্রহণের পরে আবেদনকারীকে ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করুন;

উইলের যথাযথ বাস্তবায়ন বা প্রশাসনের চিঠিতে আবেদনকারীর অধিকারের আরও প্রমাণের প্রয়োজন, যেমনটি ক্ষেত্রে হতে পারে

(গ) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে কোনও আগ্রহ রয়েছে বলে দাবি করা সমস্ত ব্যক্তিকে প্রবেট বা প্রশাসনের চিঠি দেওয়ার আগে এসে কার্যপ্রণালী দেখার আহ্বান জানিয়ে উদ্ধৃতি জারি করুন।

(2) আদালত-বাড়ির কিছু সুস্পষ্ট অংশে এবং জেলার কালেক্টরের কার্যালয়ে শংসাপত্রটি স্থির করা হবে এবং অন্যথায় প্রকাশ করা হবে বা এমনভাবে জানা যাবে যে বিচারক বা জেলা প্রতিনিধি একই নির্দেশ দিতে পারেন।

(3) যেখানে আবেদনকারীর দ্বারা সম্পদের কোনো অংশ অন্য রাজ্যের একজন জেলা বিচারকের এখতিয়ারের মধ্যে অবস্থিত বলে বিবৃত করা হয়েছে, সেখানে জেলা বিচারক এটি প্রদানকারী উদ্ধৃতিটির একটি অনুলিপি অন্য জেলা বিচারকের কাছে প্রেরণ করবেন, যিনি একইভাবে প্রকাশ করবেন যেন এটি নিজের দ্বারা জারি করা একটি উদ্ধৃতি, এবং এই প্রকাশনাটি জেলা জজের কাছে প্রত্যয়িত করবে যিনি উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন।

25. আমরা বর্তমান মামলায় গৃহীত কার্যধারায় ফিরে যেতে পারি।সুরজন সিং রানধাওয়ার উইল যেটার প্রবেট গ্রহণ করা হয়েছে তা অনিবন্ধভুক্ত উইল যেটা করা হয়েছ 15.06.1961 তারিখ ।উইলের প্রবেটের জন্য আবেদনটি 27.05.1982 এ

নির্বাহক দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল এবং উইলটির 04.06.1982 তারিখে প্রবেট গ্রহণ করা হয়েছিল।পক্ষের স্বীকারোক্তিমূলক মামলায় বলা হয়েছে যে, একজন বিজ্ঞ একক বিচারক মৃত ব্যক্তির আইনগত উত্তরাধিকারীকে কোন উদ্‌ধৃতি প্রদান করেননি।বর্তমান ক্ষেত্রে প্রতিবাদী নং 1,2 এবং 3 দ্বারা পাল্টা-হলফনামা দাখিল করা হয়েছে যেখানে তারা একটি নির্দিষ্ট মামলা নিয়েছে যেটির উদ্‌ধৃতি জারি করার প্রয়োজন ছিল না।শ্রীমতী বীনা কুমারী মেহরা প্রোবেট দেওয়ার জন্য সম্মত হওয়ার পর থেকে প্রোবেট কার্যক্রমে, পাল্টা হলফনামার অনুচ্ছেদ 3(y)-এ নিম্নলিখিতটি বলা হয়েছে:

> "3(y) শ্রীমতী হরনাম কৌর রণধাওয়া এবং জিয়ান হ্যানপাল ১৯৮১ সালে উইল সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন।এরপরই, শ্রীমতি হরনাম কৌর রণধাওয়া উইলের প্রবেট পাওয়ার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।যেহেতু বীণা কুমারী মেহরা প্রবেট অনুদানের বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছিলেন, তাই তার উপর কোন শংসাপত্র পরিবেশন করার কোন সুযোগ ছিল না।ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের অধীনে, কেবলমাত্র উইলকারীর ভিন্নমত পোষণকারী উত্তরাধিকারীর উপর শংসাপত্র দেওয়া হয়। "

26. শ্রী জয়ন্ত ভূষণ বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী প্রতিবাদী নং. 1, 2, এবং 3-এর পক্ষে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেছেন যে জেলা জজের জন্য উদ্‌ধৃতি প্রদান করা বাধ্যতামূলক নয়যেখানে মৃত ব্যক্তির আইনগত উত্তরাধিকারীদের দ্বারা অনাপত্তি সনদ/সম্মতি দাখিল করা হয়েছে।উপরোক্ত 283 ধারাটি জেলা জজের ক্ষমতা নিয়ে

কাজ করে।ধারা 283 (1) এ 'may' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যা উত্তরদাতাদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর দ্বারা জমা দেওয়া হিসাবে উদ্‌ধৃতি প্রদান বা না করার জন্য জেলা জজকে বিচক্ষণতা দেয়।ধারা 283 এর অধীনে জেলা জজকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রোবেটের জন্য উভয় আবেদনকে পরিচালনা করে যা ধারা 276 এ সরবরাহ করা হয়েছে এবং ধারা 278 এ প্রদত্ত প্রশাসনের চিঠির জন্য আবেদন করা হয়েছে।কলিকাতা হাইকোর্ট বিধিমালা তৈরি করেছে, যথা, কলিকাতার হাইকোর্টের (অরিজিনাল সাইড) বিধি, 1914, এর অধ্যায় XXXV যেটি টেস্টামেন্টারি এবং আন্তরাজ্য এখতিয়ারের সাথে সম্পর্কিত।প্রাসঙ্গিক বিধিগুলির 5 A, 9 এবং 12 বিধি নিম্নরূপঃ -

> প্রবেট **বা** উইলের সাথে প্রশাসনিক চিঠির জন্য সমস্ত আবেদনে পরিবারের সদস্যদের বা অন্যান্য আত্মীয়দের নাম উল্লেখ করে সংযুক্ত রাখতে হবে যাদের উপর সম্পত্তিটি অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের বর্তমান বাসস্থানের সাথে একত্রে হস্তান্তর করা হবে।
>
> **9. সঠিক পক্ষগুলি কে শংসাপত্র।**- প্রশাসনের চিঠির জন্য আবেদনে, অন্যথায় আদেশ না দেওয়া হলে, আবেদনকারীর পূর্বে বা সমান অনুদানের অধিকার প্রাপ্ত সকল ব্যক্তিকে একটি উদ্‌ধৃতি প্রদান করা হবে, যদি না এই জাতীয় ব্যক্তিরা আবেদনের বিষয়ে তাদের সম্মতি স্বাক্ষর না করে।
>
> **একটি নির্দিষ্ট দিনে কারণ দর্শানোর জন্য উদ্‌ধৃতিতে নির্দেশনা।**- **সমস্ত উদ্‌ধৃতিগুলি, অন্যথায়** আদেশ না দেওয়া হলে, উদ্‌ধৃত ব্যক্তিদের চাকরির দিন থেকে চতুর্থ দিনে

কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিতে হবে যেখানে উদ্ধৃত করা পক্ষগুলি কলকাতা শহরের মধ্যে থাকে, বা নির্দিষ্ট দিনে বিচারক নির্দেশ দেবেন যে তারা কোথায় থাকেন। কলকাতার বাইরে; এবং, যেখানে সেগুলি প্রক্রিয়ার পরিষেবার জন্য প্রদত্ত পদ্ধতিতে পরিবেশন করা যাবে না, ফর্ম নং 5-এ একটি নোটিশের নির্দেশিত স্থানীয় সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপন হিসাবে সন্নিবেশ দ্বারা পরিবেশন করা যেতে পারে৷

27. বিধি 5 A এর বিধানে বলা হয়েছে যে প্রবেট বা উইলের সাথে প্রশাসনিক চিঠির জন্য সমস্ত আবেদনে পরিবারের সদস্যদের বা অন্যান্য আত্মীয়দের নাম উল্লেখ করে সংযুক্ত রাখতে হবে যাদের উপর সম্পত্তিটি উইলবিহীন হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের বর্তমান বাসস্থানের সাথে একত্রে হস্তান্তর করা হবে।বিধি 9 ন্যায্য পক্ষের প্রশংসাপত্রের সাথে ডিল করে যার জন্য উদ্ধৃতি ইস্যু বা প্রশাসনের চিঠির আবেদন প্রয়োজন যদি না এই ধরনের ব্যক্তিরা আবেদনে তাদের সম্মতি প্রকাশ করে থাকে।বিধি 9 ' প্রশাসনের চিঠির জন্য একটি আবেদনে' শব্দটি দিয়ে শুরু হয়।বিধি প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ যদি প্রোবেটের জন্য 9 নং বিধিতে আবেদন করতে চেয়েছিল তবে তাদের অবশ্যই প্রবেট বা প্রশাসনের চিঠি উভয় বাক্যাংশ ব্যবহার করা উচিত ছিল।বিধি প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ যেখানে উভয়ই উল্লেখ করার উদ্দেশ্যে যেমন প্রবেট বা প্রশাসনের চিঠির জন্য আবেদন, একই ব্যবহার করা হয়েছে যেমন বিধি 4, বিধি 4A, বিধি 4B, বিধি 5A, বিধি 6 যেখানে উভয় অভিব্যক্তি "একটি উইলের প্রবেট" এবং "প্রশাসনের চিঠি" ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে বিধি 7 প্রশাসনের অভিব্যক্তি বর্ণ

ব্যবহার করেছে।বিধি 9 প্রশাসনের জন্য কেবল অভিব্যক্তি চিঠি ব্যবহার করে।বিধি 12 একটি নির্দিষ্ট দিনে কারণ দেখানোর জন্য উদ্ধৃতিতে দিকনির্দেশনা নিয়ে কাজ করে।বিধি 12 প্রোবেট বা প্রশাসনের চিঠিগুলি উল্লেখ করে না এবং এইভাবে উভয় অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।প্রশাসনের চিঠি এবং প্রবেট উভয়ের ক্ষেত্রে বিধি 12 এর প্রয়োগযোগ্যতা যা Form V থেকে স্পষ্ট যা অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করেঃ

"প্রোবেটএর জন্য আবেদন _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

প্রশাসনের চিঠি "

28. প্রতিবাদীদের হয়ে বিজ্ঞ আইনজীবি জমা দিয়েছেন যে বিধি 9 যা সরবরাহ করে যে ক্ষেত্রে ব্যক্তিরা তাদের সম্মতি প্রকাশ করেছেন, কোন উদ্ধৃতি জারি করার প্রয়োজন নেই প্রোবেটের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য।উপরোক্ত যুক্তির গ্রহণযোগ্যতা বিধি 9 এ 'প্রোবেট' শব্দ যুক্ত করার অনুমতি দেবে যেখানে বিধি 9 শুধুমাত্র "প্রশাসনের চিঠি" অভিব্যক্তি ব্যবহার করে।

29. কলিকাতা হাইকোর্ট ইতিমধ্যে এই মতামত নিয়েছে যে হাইকোর্টের বিধি 9, এর অধ্যায় XXXV কেবলমাত্র প্রশাসনের চিঠি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং প্রবেট অনুদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।জ্যোৎসনা রাজগড়িয়া বনাম দীপক কুমার হিমাতসিংকা, (2002) ILR 2 Cal 402, হাইকোর্টের একটি মামলা **বিবেচনা করার সুযোগ ছিল যেখানে একটি প্রোবেট প্রত্যাহার চাওয়া হয়েছিল।উপরোক্ত ক্ষেত্রেও** যে ব্যক্তি

প্রবেট মঞ্জুর করার জন্য প্রত্যাহার চাইছেন তিনি এই ধরনের অনুদানে সম্মতি দিয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে এবং এটা দাবি করা হয়েছিল যে যেহেতু পক্ষগুলি প্রোবেট দেওয়ার জন্য সম্মত হয়েছে তাই এটি কোনও উদ্ধৃতি প্রদানের অধিকারী নয়।মামলার রায়ের তথ্যের অনুচ্ছেদ 1 এবং 2 এ উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলি নিম্নলিখিত প্রভাবের জন্য

> "১. এটি শ্রীমতি ঊষা দেবী হিমাৎসিংকার গুডসে 1987 সালের 17 নং টি 10 ফেব্রুয়ারী 1987 তারিখের আদালত কর্তৃক প্রদত্ত প্রবেট প্রত্যাহার করার এবং 21 জানুয়ারী, 1987 তারিখের প্রবেট মঞ্জুর করার আদেশটি আরও প্রত্যাহার করার জন্য একটি আবেদন।প্রবেটটি কোনও প্রতিযোগিতা ছাড়াই স্বীকার করা হয়েছিল।পিটিশনার এবং প্রতিবাদী নং 2, অনিতা ফেতেপুরিয়া দুই বোন।প্রতিবাদী নং 2 পিটিশনারকে সমর্থন করছে এবং প্রোবেটের অনুদান প্রত্যাহারের জন্যও বলছে।
>
> ২. আবেদনকারীর সংক্ষিপ্ত মামলাটি হ 'ল প্রোবেটটি প্রতারণামূলকভাবে এবং কোনও প্রশংসা পত্র এবং/অথবা এই জাতীয় আবেদন দায়েরের নোটিশ না দিয়েই প্রাপ্ত হয়েছিল।প্রবেট অনুদানের সময় যে সম্মতি রেকর্ড করা হয়েছিল তা প্রতারণামূলক ছিল এবং কোনও আইনজীবী আবেদনকারীর পক্ষে বা প্রতিবাদী নং 2 এর পক্ষে সম্মতি জানাতে নিযুক্ত ছিলেন না।মে 1999 অবধি যখন এম/দ্বারা একটি চিঠি জানানো হয়েছিল তখন প্রোবেট দেওয়ার অপ্রচলিত আদেশটি পাস করার বিষয়ে তার কোনও জ্ঞান ছিল না।এস। সিনহা অ্যান্ড কোং একসাথে আবেদনের অনুলিপি সহ, যার ভিত্তিতে তার মায়ের শেষ উইল এবং

টেস্টামেন্টকে 17 সেপ্টেম্বর, 1981 তারিখে প্রবেট মঞ্জুর করা হয়েছিল।তিনি আরও বলেছিলেন যে তিনি কখনও কোনও ব্যস্ততা রাখেননি।আইনজীবী মিঃ পুলক লাহিড়ী বা অন্য কোনও ব্যক্তির পক্ষে কোনও ভাকলত্নামা কার্যকর করেননি।পুলক লাহিড়ীর পক্ষে যে ভাকলত্নামা কার্যকর করা হয়েছে সেটি জাল ।যেমন পুলক লাহিড়ীর প্রবেট দেওয়ার জন্য আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত হওয়ার বা সম্মতি দেওয়ার কোনও অধিকার ছিল না। "

30. সংসপত্রের পরিষেবাতে হাইকোর্টের সামনে দাবি করা হয়েছিল যে বিধি 9 এর পরিপ্রেক্ষিতে সংসপত্রের পরিষেবাটি প্রয়োজনীয় ছিল না যা নিম্নলিখিত যুক্তিতে হাইকোর্ট কর্তৃক যুক্তি প্রত্যাহার করা হয়েছিলঃ

> "3 অধিকন্তু এটি লক্ষ্য করা যায় যে অনুদানটিও ত্রুটিপূর্ণ কারণ ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন 1925 এর ধারা 283(1)C এবং (2) এর অধীনে আবেদনকারীকে বিশেষ বা সাধারণ কোনও সংসপত্র দেওয়া হয়নি।মিঃ এ কে মিত্র দাবি করেছেন যে, যেহেতু F এর অধীনে আবেদনকারী সম্মতি স্বাক্ষর করেছিলেন।অরিজিনাল সাইড রুলের অধ্যায় XXXV এর 9, সংসপত্রের পরিষেবাই প্রয়োজনীয় ছিল না।আমি এই তর্কটি মেনে নিতে পারছি না, কারণ উপরোক্ত বিধিটি প্রশাসনের চিঠি দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, প্রবেটে নয়। "

31. ধারা 283 এর একটি সরল পাঠ এটি পরিষ্কার করে দিয়েছে যে ‘may’ শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে কোনো আগ্রহ আছে বলে দাবি করে এমন সকল ব্যক্তিকে আহ্বান জানিয়ে উদ্ধৃতি প্রদানের জন্য জেলা জজকে একটি বিচক্ষণতা প্রদান করা হয়েছে।যদিও, এটি সত্য যে সংসপত্র জারি করার বিচক্ষণতা রয়েছে বা না তবে যথাযথ যত্ন সহকারে এ জাতীয়

বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে হবে।কলিকাতা হাইকোর্ট কামোনা সোন্ডুরি দাসি বনাম হুরো লাল শাহার,(1882) ILR 8 Cal 570, উত্তরাধিকার **আইন, 1865 এর ধারা 250 এর প্যারি ম্যাটেরিয়া বিধান বিবেচনা করার সুযোগ** ছিল যেখানে উদ্ধৃতি প্রদান বা না করার জন্য জেলা জজের উপর বিচক্ষণতা ন্যস্ত ছিল।কলিকাতা হাইকোর্ট উক্ত মামলায় পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে যখন উইলের প্রস্তাব দেওয়া হয় যা সম্পত্তির বিচ্যুতি পরিবর্তন করে, তখন একটি বিশেষ সংসপত্র দেওয়া উচিত।আরও জেলা জজের উপর অর্পিত বিচক্ষণতা যথাযথ যত্ন সহকারে প্রয়োগ করতে হবে।কলিকাতা হাইকোর্ট নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ

> "..... উত্তরাধিকার আইনের 250 ধারা জেলা জজকে সম্পূর্ণ বিবেচনার সাথে ন্যস্ত করে, যা যথাযথ যত্ন সহকারে প্রয়োগ করা উচিতঃএবং যখন কোনও উইলের প্রস্তাব দেওয়া হয় যা সম্পত্তির বিচ্যুতি পরিবর্তন করে, তখন একটি বিশেষ উদ্ধৃতি সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের পরিবেশন করার নির্দেশ দেওয়া উচিত যারা উইল দ্বারা অবিলম্বে প্রভাবিত হয়।....."

32. কলকাতা হাইকোর্ট শ্যামা চরণ বৈশ্য বনাম প্রফুল্ল সুন্দরী **গুপ্ত, AIR 1916 Cal 623-এ অন্য একটি রায়ে একটি মামলায় যেখানে** প্রবেট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, 1881-এর বিধানগুলি বিবেচনার জন্য এসেছিল, বলেছিল যে যখন একটি উইল প্রস্তাব করা হয় যা সম্পত্তির হস্তান্তরকে পরিবর্তন করে , জেলা জজকে, বিচক্ষণতার অনুশীলনে, বিশেষ উদ্ধৃতি নির্দেশ করা উচিত।রায়ে নিম্নলিখিত অনুষ্ঠিত হয়েছিলঃ

"..... যেমন নিস্তারিনি বনাম ব্রম্মোমির ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে,(1891) 18 Cal. 45, যখন একটি উইল উত্থাপন করা হয় যা সম্পত্তির হস্তান্তরকে পরিবর্তন করে, তখন জেলা বিচারকের উচিত, উদ্‌ধৃতি প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে প্রবেট আইনের S.69 দ্বারা তার উপর অর্পিত বিচক্ষণতার অনুশীলনে, ব্যক্তিদের বিশেষ উদ্‌ধৃতি প্রদান করা উচিত অধিকার অবিলম্বে উইলের দ্বারা প্রভাবিত হয়।".....

33. বর্তমান ক্ষেত্রে যদিও আইনগত প্রস্তাবের সাথে কোন বিরোধ থাকতে পারে না যে ধারা 283 এর অধীনে উদ্‌ধৃতি প্রদান বা না করার জন্য বিচক্ষণতা ন্যস্ত করা হয়েছে তবে প্রতিটি মামলার তথ্যের প্রতি যথাযথ যত্ন সহকারে এই ধরনের বিচক্ষণতা বিচারিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

34. 15. 06. 1961, 27.05.1982-এ, প্রবেটের আগে মামলাটি হল উইল তারিখের প্রায় 20 বছর পরে আবেদন করা হয়েছিল।একটি উইল প্রোবেট করার আবেদন যা 20 বছর আগে কার্যকর করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়, একক বিচারককে বিষয়টি নিয়ে আরও এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।প্রবটে গ্রহণ করার জন্য আবেদনে আমরা লক্ষ্য করি যে উইলের সাথে যা রেকর্ডে Annexure P-2 হিসাবে আনা হয়েছে, প্রোবেটের প্রবক্তা একটি সম্মতি শংসাপত্র সহ আবেদনটি যাচাই করেছেন যা সুরজন সিং রনধাওয়ার স্ত্রী শ্রীমতি হারনাম কৌর রান্ধাওয়া দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছিল , ডক্টর হরভজন হংসপালের স্ত্রী শ্রীমতী গিয়ান হংসপাল এবং সুরজন সিং রান্ধাওয়ার আরেক কন্যা ভি কে মেহরার স্ত্রী শ্রীমতী বীনা মেহরার কোনো আপত্তি নেই।শ্রীমতি হারনাম কৌর এবং শ্রীমতি গিয়ান হন্সপাল উভয়েই

উইলের সুবিধাভোগী ছিলেন তাদের উইলের প্রতি অনাপত্তির কোন বিরূপ প্রভাব ছিল না।শ্রীমতী বীনা মেহরার দেওয়া অনাপত্তিটি বস্তুগত ছিল কারণ বীনা মেহরা মৃতের দ্বিতীয় কন্যা হওয়ায় মামলার সম্পত্তি থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে বঞ্চিত হচ্ছিল।শ্রীমতী বীনা মেহরা কর্তৃক দাখিলকৃত অনাপত্তির ফটোকপি রেকর্ড পর্যবেক্ষণে আনা হয়েছে এবং সেই আপত্তিগুলির সাথে নোটারাইজড রিজোয়ান্ডার-হলফনামা ছিল, যেটি একই তিনজন নোটারী, একজন অ্যাডভোকেট, শ্রী দিলীপ কুমার বসুর দ্বারা।এমনও দাবি করা হয় নী যে শ্রী ডি.কে. বসু যিনি বীনা মেহরাকে শনাক্ত করেছিলেন যে কোনও ভাকালতনামা সম্পাদন করে তিনি বীনা মেহরা দ্বারা আইনজীবি হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন।

35. 1984 সালে শ্রীমতী বীনা কুমারী মেহরা দ্বারা বিভাজনের জন্য মামলা দায়েরের ঘটনা যেখানে সুরজন সিং রান্ধাওয়ার উইলের কোন রেফারেন্স বা প্রোবেট কার্যধারার উল্লেখ নেই এবং শ্রীমতী জিয়ান হান্সপাল শ্রীমতী বীনা কুমারী মেহরার বড় বোন উল্লিখিত মামলায় দায়ের করা লিখিত বিবৃতিতে , সুরজন সিং রন্ধাওয়ার উইল বা তার অধিকারের ভিত্তিতে প্রোবেট কার্যধারার কোন উল্লেখ নেই এবং বিপরীত অধিকারগুলি শুধুমাত্র 25.03.1964 তারিখের উপহারের নিবন্ধিত দলিলের ভিত্তিতে দাবি করা হয়েছিল যা শ্রীমতী গিয়ান হংসপালের পক্ষে শ্রীমতি হারনাম কৌর রন্ধাওয়া দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল, যা প্রবেট কার্যধারায় শ্রীমতী বীনা কুমারী মেহরা কর্তৃক প্রদত্ত কথিত সম্মতির উপর

সন্দেহ প্রকাশ করেছিল।1982 সালে শ্রীমতি বীণা কুমারী মেহরা যদি প্রবেট কার্যক্রমে সম্মতি দিতেন, তবে এটি মামলায় বা শ্রীমতী জিয়ান হান্সপালের দায়ের করা লিখিত বিবৃতিতে প্রতিফলিত হওয়া উচিত।শ্রীমতী বীনা কুমারী মেহরা 1984 সালে বিভাজনের দাবি করে মামলা দায়ের করার সময় এবং উল্লিখিত কার্যপ্রণালীতে প্রোবেটের কোনও উল্লেখ না থাকা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে শ্রীমতী বীনা কুমারী মেহরা এমনকি মামলা দায়ের করার সময় প্রোবেট কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।শ্রীমতি গিয়ান হান্সপালের দায়ের করা লিখিত বিবৃতিতে, যিনি উইলের সুবিধাভোগী ছিলেন এবং সেইসাথে প্রোবেট কার্যধারার কোন উল্লেখ ছিল না যা আমাদের বিস্মিত করে তোলে যে কেন লিখিত বিবৃতিতে প্রবেট কার্যধারা উল্লেখ করা হয়নি।এবং যদি শ্রীমতী বীনা কুমারী মেহরা অভিযোগ হিসাবে স্বাক্ষর করে থাকেন তবে কেন তাকে লিখিত বিবৃতিতে প্রোবেট কার্যক্রমের মুখোমুখি করা হয়নি।প্রোবেট কার্যক্রমের কোনও উল্লেখ স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় না যে শ্রীমতি বীণা কুমারী মেহরা প্রোবেট প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত ছিলেন না বা তিনি এ জাতীয় কার্যক্রমে মুখোমুখি হননি।উক্ত কার্যক্রমে, যখন একটি উইল কার্যকর করার 20 বছর পরে প্রোবেটের জন্য চাওয়া হয় তখন হাইকোর্টের উচিত আরও সতর্কতার সাথে প্রোবেট কার্যক্রমের সাথে এগিয়ে যাওয়া।কলিকাতা হাইকোর্ট একটি হরিমতী দেবীর এবং অন্যান্য বনাম অনাথ নাথ রায় চৌধুরী , AIR 1939 Cal 535, J. লতিফুর রহমানের রায় অনুসারে, বলেছিলেন যে যেখানে 20

বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে একটি অনিবন্ধিত উইলের উত্থাপন করতে চাওয়া হয়েছে সেখানে সমস্ত ধরণের সন্দেহ এবং সন্দেহ দূর করা দরকার।

36. আমরা মনে করি যে বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে, বিজ্ঞ একক বিচারক প্রোবেট কার্যধারায় শ্রীমতী বীনা মেহরাকে কোনও উদ্‌ধৃতি প্রদান না করার ক্ষেত্রে এবং অনাপত্তি শংসাপত্রের সত্যতা যাচাই না করে যান্ত্রিকভাবে প্রবেট মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে ভুল করেছেন যা টেকসই ছিল না।যদি এটা গৃহীত হয় যে প্রোবেট কার্যধারায় যে ব্যক্তিদের উইলে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়েছে শুধুমাত্র তাদের দ্বারা অনাপত্তি শংসাপত্রের ভিত্তিতে প্রবেট আদালতের দ্বারা তাদের উপস্থিত হতে এবং তাদের অনাপত্তি বা অসন্তোষজনক ফলাফল দাখিল করার জন্য প্রত্যয়িত করার জন্য ডাকা হয় না এবং আবেদনের ফলে হবে এমন ব্যক্তিদের প্রতি কুসংস্কারের দিকে পরিচালিত করে যারা কার্যধারা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না এবং এখনও দাবি করেছেন যে তারা কোনো অনাপত্তি জমা দেননি।এইভাবে, আমরা এই উপসংহারে পৌঁছেছি যে যদিও বিজ্ঞ একক বিচারকের উদ্‌ধৃতি প্রদান বা না করার বিচক্ষণতা ছিল কিন্তু বর্তমান মামলার বাস্তবতায় উত্তরাধিকার আইনের 283 ধারার অধীনে প্রদত্ত বিচক্ষণতার প্রয়োগে একটি উদ্‌ধৃতি জারি করা উচিত ছিল এবং প্রবেট ছাড়াই প্রদত্ত বর্তমান মামলার বাস্তবতায় এই ধরনের উদ্‌ধৃতি প্রদান প্রত্যাহারযোগ্য এবং একক জজ এবং ডিভিশন

বেঞ্চ আপীলকারীর দায়েরকৃত প্রত্যাহারের আবেদন খারিজ করার ক্ষেত্রে ত্রুটি করেছেন।

37. 28. 06. 2010 তারিখের হস্তান্তর ডিডের মাধ্যমে প্রতিবাদী নম্বর 1,2 এবং 3 সম্পত্তির ক্রেতা প্রতিবাদী নম্বর 4 এর জন্য উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেখিয়েছেন যে প্রতিবাদী নং 4 এর অধিকার সুরক্ষিত করা উচিত কারণ তিনি একজন উত্সাহী মূল্য সহ ক্রেতা। যদিও, প্রতিবাদী নং 4 পক্ষগুলির মধ্যে একটি হিসাবে কার্যকর করা হয়েছিল, আমরা মনে করি যে এই পর্যায়ে প্রতিবাদী নং 4 এর জন্য বিজ্ঞ আইনজীবীর নিবেদনের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন নেই।আমাদের উপসংহারের পরিপ্রেক্ষিতে উপরে উল্লেখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যে আপীলকারী প্রত্যাহার অনুমোদিত হওয়ার যোগ্য, 04.06.1982 তারিখের আদেশটি 1982 সালের PLA নং 90-এ প্রোবেট মঞ্জুর করার যোগ্য এবং 1982 সালের PLA নং 90-এর কার্যধারায় কী আদেশ দেওয়া হবে সে বিষয়ে বিজ্ঞ একক বিচারকের সামনে প্রোবেট কার্যধারা পুনরুজ্জীবিত হবে এবং এটি এখনও বিজ্ঞ একক বিচারকের দ্বারা বিবেচনা করা হয়নি এবং সমস্ত বিবাদের উত্তরদাতা যা নং 4 উত্থাপন করতে চাওয়া হবে উপরের কার্যধারার দ্বারা বিজ্ঞাপিত

38. প্রতিবাদী নং 4 দ্বারা উত্থাপিত নিবেদনটি এই কার্যক্রমে কোনও বিবেচনার প্রয়োজন নেই যা কেবলমাত্র প্রবেট প্রত্যাহারের জন্য আপিলকারী দ্বারা শুরু করা হয়েছিল।উত্তরদাতা নং 1,2 এবং 3 এর জন্য বিজ্ঞ আইনজীবি আরও নিবেদন করেছেন যে

আপিলকারী ইতিমধ্যে আলিপুরের প্রথম সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) আদালতে Title Suit No.59/2013 হিসাবে মামলা দায়ের করেছিলেন যেখানে একটি ঘোষণা দাবি করা হয়েছে যে 28.06.2010 তারিখের পরিবহণের ইনডেন্টারটি কার্যকর করা হয়েছে এবং 4 নং উত্তরদাতার পক্ষে নিবন্ধিত হয়েছে তা বাতিল, অবৈধ এবং অবৈধ।

39. শ্রী জয়ন্ত ভূষণ দাখিল করেছেন যে প্রোবেট কার্যধারার সাথে সাথে আপীলকারীর উপর বিরূপ ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে মা কর্তৃক দায়ের করা বিভাজনের মামলা খারিজ করার বিষয়ে, এই আদালত কলকাতা উচ্চ আদালত দ্বারা গৃহীত কার্যধারা/আদেশে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। অপ্রত্যাশিত রায়গুলিতে কলিকাতা হাইকোর্ট কেবলমাত্র প্রবেট প্রত্যাহারের জন্য আপিলকারী কর্তৃক প্রবর্তিত কার্যক্রমে কাজ করেছে, আমাদের কেবলমাত্র 04.06.1982 তারিখের প্রবেট প্রত্যাহারের জন্য আপিলকারী দ্বারা দায়ের করা আবেদনের সাথে সম্পর্কিত হিসাবে উক্ত কার্যনির্বাহী বিবেচনা করা উচিত।আমরা এই আপিলের অনুমতি দিই, বিজ্ঞ একক বিচারকের পাশাপাশি কলিকাতা হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশগুলি স্থির করে, প্রবেট প্রত্যাহারের আবেদন অনুমোদিত, 04.06.1982 তারিখের প্রবেট বাতিল করা হয়েছে।1982 সালের পিএলএ নং 90 আবেদনটি হাইকোর্টের বিজ্ঞ একক বিচারকের সামনে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে যা আইন অনুসারে বিবেচনা করা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

40. মামলাটি পুরানো মামলাগুলির, আমরা হাইকোর্টকে অনুরোধ করছি দ্রুত এই মামলাটি নিষ্পত্তি করার জন্য।সংশ্লিষ্ট বাক্তি তাদের নিজস্ব ব্যয় বহন করবে।

..... জে।

(অশোক ভূষণ)

..... জে।

(নাভিন সিনহা)

নয়াদিল্লি,

14 নভেম্বর, 2019।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.